ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩০২ ● কলকাতা ● ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১০ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনে বাড়ল বিচ্ছেদের জল্পনা

পৃঃ ৫

দামি ক্রিকেটারকেই রাখল না কলকাতা

পৃঃ ৬

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে
ইউনূস-সহ ৬২ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : শেখ হাসিনা জমানা অবসানের পরে বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হিন্দুদের উপরে চরম নির্যাতন। এবার হিন্দু নির্যাতন মদত জোগানোর অভিযোগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস ও তার ৬১ সাগরেদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৮ নভেম্বর) নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে ওই অভিযোগ দায়ের করেছেন সিলেট পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে ইউনূসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আনোয়ারুজ্জামান জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের অত্যাচারের শিকার আরও ১৫ হাজার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে দেব না।আর ওই খবর জানাজানি হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, কোটা আন্দোলনের সময়ে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভকারীদের উপরে গুলি চালানোর অভিযোগে গত সপ্তাহেই দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন জামায়াত ইসলামীর এক সদস্য।গত ৫ অগস্ট সেনা বিদ্রোহের মুখে দেশ ছেড়ে

এরপর ৩ পাতায়

তালিকায় একগুচ্ছ কর্মসূচি,
আগামী সপ্তাহে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তালিকায় একগুচ্ছ কর্মসূচি। রাজ্যের ৬ কেন্দ্রে উপনির্বাচনের মাঝে আগামী সপ্তাহে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে তিনি দার্জিলিংয়ে পৌঁছবেন। চারদিনের কর্মসূচি সেরে ১৪ নভেম্বর কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। জিটিএ-র সঙ্গে বৈঠক, দার্জিলিংয়ে মেলার সূচনা, বীরসা মুন্ডা দিবস পালন-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।এর পর ১৫ তারিখ, শুক্রবার রাজারহাটের আদিবাসী ভবনে বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। তাতে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবছর সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১ নভেম্বর, সাতদিন ধরে রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় পালিত হবে বীরসা মুন্ডার জন্মদিন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝে মূলত নজর থাকবে উত্তরবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে থাকাকালীন উত্তরবঙ্গের দুটি বিধানসভা কেন্দ্র্র সিতাই ও মাদারিহাটে উপনির্বাচন। এদিকে দক্ষিণবঙ্গেও উপনির্বাচন হবে আর চার কেন্দ্রে। তারই মাঝে জিটিএ এবং পাহাড়ের অন্যান্য উন্নয়ন বোর্ডগুলির সঙ্গে বৈঠকে ঠিক কী কী বিষয় উঠে আসে, সেদিকে নজর পাহাড়বাসীর।মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে এখনও থেকেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। খুশি পাহাড়বাসী।

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে শনিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১১ তারিখ অর্থাৎ সোমবার রাতে তিনি পৌঁছবেন

এরপর ৩ পাতায়

জুনিয়ার চিকিৎসকদের ডাকে নাগরিক মিছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা শুরু হলো জুনিয়ার চিকিৎসকদের ডাকে নাগরিক মিছিল। হাতে সংবিধান নিয়ে মিছিলে অংশ নিয়েছেন ১৭ দিন ধর্মতলায় অনশন করা চিকিৎসকরা।অভয়া মঞ্চ-এর তরফে আহ্বায়ক ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ, ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী, মনীষা আদক বলেন, অভয়া হত্যাকাণ্ডে মানুষ নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বা পেয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধে পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁরা যে চার্জশিট পেশ করবেন তাতে থাকবে অভিনব প্রকরণ। শুধুমাত্র প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াই নয়, স্বাস্থ্য প্রশাসনের মাথায় যাঁরা বসে আছেন, যাঁরা পচে যাওয়া ঘুন ধরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী, সেইসব দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলি সামনে এনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাবে জনতার চার্জশিট। জনতা জানতে চাইবে, কলকাতা সহ জেলায় জেলায় কেন এত আইন শৃঙ্খলার অবনতি? অভয়া'র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত থামবে না অভয়া মঞ্চ।

বিচারহীন, ৯০দিন! গত ৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত থাকাকালীন চিকিৎসক-ছাত্রীর নৃশংসভাবে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর ৯০ দিন হয়ে যাওয়ার পরও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় রয়েছেন শুধু তাঁর বাবা-মা'ই নয়, গোটা রাজ্যের মানুষ।শনিবার অভয়া মঞ্চ'র আহ্বানে পেশ হবে জনতার চার্জশিট। ফাঁস হবে শাসকের বিবিধ কীর্তিকলাপ, জনসমক্ষে আসবে অনেক তথ্য। একই দিনে গত ৩ মাস ধরে আন্দোলনের কান্ডারী জুনিয়র ডাক্তারদের এক বিশাল মিছিলও সাধারণ মানুষকে শামিল করে কলেজ

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙ্গখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে ভোটলুঠ হয়েছে, কিচ্ছু করছে না কেন্দ্র: হিরণ চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না। মেদিনীপুর বিধানসভা উপ নির্বাচনের মুখে বিস্ফোরক দাবি করলেন ঘাটালের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার ভোটপ্রচারে বেরিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায় ব্যপক অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বলে রাখি, গত লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারীর বিরুদ্ধে হিরণকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তীব্র বাগযুদ্ধের পর ফল বেরোলে দেখা যায় সহজ জয় পেয়েছেন দীপকবাবু। ব্যবধান বাড়িয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ভোটে জিতেছেন তিনি। ঘাটাল লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র পাঁশকুড়া পশ্চিমে এগিয়ে বিজেপি।

এদিন হিরণ বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যদি সুব্যবস্থা নেয় তাহলে আমরা ৬টা আসনের সবকটাতেই জিতব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেই জন্য আজ ভোট হচ্ছে না এখানে। মানুষের ভোট লুঠ করছে তৃণমূল। পুলিশের চাকরি তো কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঁড়িয়ে থেকে তৃণমূলের ভোট করিয়েছে। সিআরপিএফ, সিআইএসএফ আমাদের ভোট করতে দেয়নি। তখনও আপনি বলবেন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দায়ী?'

জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মহিলাদের সুরক্ষার বার্তা দিলেন মহিলা পুলিশ আধিকারিক

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি : নিউজ সারাদিন : হরিপাল ব্লকের চৌতাড়া জলাপাড়া তরুণ সংঘের পরিচালনায় শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা ১৩ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডক্টর করবি মান্না, পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, সহ সভাপতি বাবলু গায়েন , সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশীষ পাঠক, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ দাস সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে হরিপাল থানার পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। মহিলা পুলিশ আধিকারিক পাপিয়া বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের সুরক্ষার উপর জোর দিয়ে মহিলাদের নিজ নিজ সুরক্ষার দিকগুলি আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন মহিলারা বাড়িতে বসে থাকার জন্য নয় তাদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বেরোতেই হবে তাই তাদের নিজের সুরক্ষা নিজেদেরই গড়ে নিতে হবে। তিনি সাথে সাথে মহিলারা কোন সমস্যায় পড়লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তার জন্য পুলিশের ফোন নাম্বার তাদের দিয়ে দেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। জলাপাড়া তরুণ সংঘের পক্ষে রাজেশ দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আবাসের তালিকায় নাম তোলার নাম করে মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ক্যানিংয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যানিংয়ের একটি লজে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং বাজারে এক চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তখনই মহিলাকে সেখানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় তাঁর সঙ্গী মহসীন মোল্লা। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে শনিবার সকালে এই ঘটনায় মৃতার পরিবার ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

এরপর ৩ পাতায়

সোমবার থেকে ওরা বেকার হয়ে গেল', শেষ দিনে কেন এ কথা বললেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর নিলেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। কর্মজীবনের শেষদিনে নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়লেন তিনি। প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন যে যে সমালোচনার মুখে পড়েছেন, কটাক্ষের শিকার হয়েছেন, তা কীভাবে গ্রহণ করেছেন, তাও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়।কর্মজীবনের শেষদিনে এই সমালোচনার জবাব দিয়েই তিনি বলেন, "আমি ব্যক্তিগত জীবন জনসমক্ষে এনেছিলাম। যখন ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে আনা হয়, বিশেষ করে আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, তখন নিজেকে সমালোচনা গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত রাখতে হয়। আমার কাঁধ এই সমস্ত সমালোচনা গ্রহণের মতো চওড়া।"শুক্রবার, অবসরের দিন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন যে যাবতীয় সমালোচনা গ্রহণ করার মতো চওড়া তাঁর কাঁধ, কারণ তিনি জীবনে স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে, সূর্যের কিরণই সবথেকে সেরা 'জীবাণুনাশক' হিসাবে কাজ করে।

ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, "আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে আমি কতটা ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছি। বিচারব্যবস্থায় আমিই হয়তো সবথেকে ট্রোলড বিচারপতি। তবে আমি ভাবছি যে সোমবার থেকে কী হবে, কারণ যারা আমায় ট্রোল করতেন, তারা বেকার হয়ে যাবেন।"প্রসঙ্গত, সম্প্রতিই ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ব্যাপক ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন তাঁর বাড়ির গণেশ পুজোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী পুজোয় অংশ নেওয়ার পর থেকেই প্রধান বিচারপতি হিসাবে ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নিরপেক্ষতা এবং তাঁর দেওয়া বিভিন্ন রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এরপরে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের রায় প্রদানের আগেই দিন ভগবানের সামনে বসে প্রার্থনা করার মন্তব্যের জেরেও ব্যাপক বিতর্ক হয়।

কবর থেকে চিৎকার! মাটি খুঁড়তেই আঁতকে উঠলেন গ্রামবাসীরা, 'মৃতা'র কাণ্ডে চোখ ছানাবড়া পুলিশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কবর থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ। চিৎকার শুনেই ছুটে এলেন পথচলতি গ্রামবাসীরা। শুরু হয় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি। মাটি খুঁড়তেই আঁতকে ওঠেন সকলে। কবরের মধ্যে বেঁচে আছেন তরুণী! কবর থেকে উঠেই সোজা থানায় ছুটলেন তিনি। এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ পুলিশের কাছে। কবর থেকে উঠে জামাকাপড় পরেই থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান তরুণী। এও জানান, খুনের চেষ্টার পর তাঁর সমস্ত গয়না, টাকা নিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় বিন্দু নামের তরুণী সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকে।তরুণী পেশায় একজন যোগা প্রশিক্ষক। তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, ২৩ অক্টোবর তাঁকে নগ্ন করে খুনের চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন। অভিযুক্তের মধ্যে বিন্দু নামের এক তরুণীও আছেন। বিন্দুর সন্দেহ ছিল, তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত রয়েছেন যোগা প্রশিক্ষক। সন্দেহের বশেই তরুণীকে খুনের চেষ্টা করেন বিন্দু ও তাঁর বন্ধুরা।

তরুণী জানিয়েছেন, সেদিন একটি নির্জন এলাকায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে নগ্ন করে মারধর শুরু করেন সকলে। এরপর শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয়। এরপরই জ্ঞান হারানোর অভিনয় করেন তরুণী। অভিযুক্তদের মনে হয়, তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। তখনই প্রত্যন্ত এলাকায় তরুণীকে মাটির নীচে পুঁতে সকলে পালিয়ে যান। কিন্তু মাটির নীচেও শ্বাস নিয়ে বেঁচেছিলেন তিনি। কবর থেকে তাঁর চিৎকার শুনেই ছুটে এসে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন।

ট্র্যাক্টর নিয়ে লোকটা অদ্ভুত ভাবে মাটি কাটছিল, জমিতে তাকাতেই মাথায় হাত খোদ বিএসএফ আধিকারিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ট্রাক্টর নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি আবার বাংলাদেশি। তাঁর হাঁটাচলা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল বিএসএফ আধিকারিকদের। এরপর তাঁর কাছে পৌঁছতেই স্তম্ভিত সকলে। যা ভেবেছিলেন তাই! হাতেনাতে ধরলেন আধিকারিকরা। উদ্ধার হল সোনা। তবে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে নয়। মাটি থেকে সোনাগুলি উদ্ধার করল বিএসএফ।বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই ট্রাক্টর চালক বাংলাদেশ থেকে সোনা ভারতে আনার চেষ্টা করছিল। গোপনে খবর পেয়ে তার কাছে পৌঁছতেই দু'টি সোনা চার ভাগে ভাগ করে জমিতে ফেলে দেয়। সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই সোনা উদ্ধার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম কামুনুল হোসেন। অভিযুক্তের বাড়ি জলঙ্গি ব্লক এলাকায়। ধৃত ব্যক্তিকে সোনা সহ কাস্টোমের হাতে তুলে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

পরে জানা গেল, ভারতে সোনা পাচারের চেষ্টা করছিলেন ওই বাংলাদেশি ব্যক্তি। তারপরই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার চরভদরা তিন নম্বর বিওপি পয়েন্টে। সেখানে টহল দিচ্ছিল ১৪৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান। গোপন সূত্রে তাদের কাছে খবর আসে বাংলাদেশ থেকে কেউ বা কারা ভারতে সোনা পাচারের চেষ্টা করছে। সেই সময় কয়েকজন আধিকারিকদের নজরে যায় এক ব্যক্তি একটি ট্রাক্টর হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

সন্দেহবসত ওই যুবককে আটক করে। এরপর তার কাছে তল্লাশি চালালে দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে বিএসএফ। তারপর গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। সঙ্গে থাকা ট্রাকটারটিকে বাজেয়াপ্ত করে।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ইউনূস-সহ ৬২ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ

পালিয়ে যান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। আর তার পরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয় হিন্দু, আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা নিধন যজ্ঞ। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে লুটতরাজ চালানোর পাশাপাশি অগ্নিসংযোগও করা হয়। ভাঙচুর করা হয় মন্দির, দুর্গা প্রতিমা। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশে ধরে ধরে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করে হিযবুত ও জামায়াত জঙ্গিরা। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে নির্যাতন নিয়ে ইতিমধ্যেই মোল্লা ইউনূসের সরকারের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফেও মৌঈলবাদীদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। যদিও তাতে হুঁশ ফেরেনি মোল্লা ইউনূসের সরকারের।তাই পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ঠ সরকারের ঘুম ভাঙাতে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা তথা সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রাক্তন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও তার লেঠেল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮০০ পৃষ্ঠার নথি ও তথ্য-প্রমাণ জমা দিয়েছেন। অভিযোগ পত্রে আনোয়ারুজ্জামান বলেছেন, 'বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের নামে' আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী, বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং বাংলাদেশ পুলিশের ওপর 'গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ' সংগঠিত হচ্ছে। আর তাতে ইন্ধন দিচ্ছেন ইউনূস ও তার সাঙ্গপাঙ্গোরা। ইউনূস ছাড়াও ৬২ অভিযুক্তের মধ্যে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পাট ও বস্ত্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তথা হিযবুত জঙ্গি হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, আব্দুল হান্নান, হাসিব আল ইসলাম ও আবু বকর মজুমদার।

১-ম পাতার পর

তালিকায় একগুচ্ছ কর্মসূচি, আগামী সপ্তাহে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দার্জিলিংয়ে। পরদিন, ১২ তারিখ বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ জিটিএ সদস্য এবং পাহাড়ের বিভিন্ন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর বুধবার দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় সরস মেলার উদ্বোধন করার কথা তাঁর। দুদিন দার্জিলিংয়ে থাকার পর কর্মসূচি সেরে ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

জুনিয়ার চিকিৎসকদের ডাকে নাগরিক মিছিল

স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এসে পৌঁছাবে রানী রাসমনি রোডে। সমাবেশ সোচ্চারে সমস্ত কিছুর জবাব চাইবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আগামী দিনে আরও তীব্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে 'অভয়া মঞ্চ'-র পক্ষ থেকে। অভয়া ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার এখনও অধরা। সিনিয়র এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের ডাকে প্রতিবাদী লক্ষ লক্ষ মানুষ ধারাবহিকভাবে পথে নেমেছেন গত ৯০ দিন ধরে। দ্রুত বিচারের দাবিতে তৈরি হয়েছে অভয়া মঞ্চ। অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস সহ চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট প্ল্যাটফরম অব ডক্টরস এবং ৮০টি নাগরিক সংগঠন নিয়ে গঠিত এই অভয়া মঞ্চ সমবেশ ও জনতার চার্জশিট পেশের ডাক দিয়েছে। একইদিনে বেলা ৩টে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস-এর তরফে কলেজ কলেজ স্কোয়ার থেকে রানী রাসমনি রোডে পর্যন্ত মিছিলের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই মিছিল এসে মিশবে অভয়া মঞ্চের সমাবেশে।

২ পাতার পর

আবাসের তালিকায় নাম তোলার নাম করে মহিলাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ক্যানিংয়ে

করেছেন। তাঁদের দাবি আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার নাম করে ওই মহিলাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে অভিযুক্ত। বোনকে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্ত যুবক তাঁকে বাড়ি থেকে ক্যানিং ১ বিডিও অফিসে নিয়ে এসেছিল বলে দাবি করেন মৃতার দাদা। এরপর লজে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করেন বলে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে নরেন্দ্রপুর এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশান দেখে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত যুবককে। এদিকে সঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার তা জানতে দেহ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিবারের দাবি মহসিন স্থানীয় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। যদিও এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি তৃণমূল সমর্থক হলেও সক্রিয় কর্মী নন।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের, ক্যানিংয়ের গোবরামারি গ্রামের বাসিন্দা মহসীন। ওই মহিলাকে সাথে নিয়ে এই লজের ৮ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন শুক্রবার দুপুরে। সঠিক কী কারণে তাঁরা এখানে এসেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি লজ কতৃপক্ষ। তবে এলাকার মানুষের দাবি এই লজে দেহ ব্যবসা চলে। ওই যুগল ঘরে ঢোকার কিছুক্ষনের মধ্যেই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর মহসীন দ্রুত সেখান থেকে এসে বিষয়টি লজের কর্মীদের জানালে সকলে মিলে মহিলাকে উদ্ধার করেন। এরপর একটি টোটোতে চাপিয়ে তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পরিবর্তে ক্যানিং বাজারে এক চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আই সি ক্যানিং সৌগত ঘোষ ও এসডিপিও ক্যানিং রামকুমার মন্ডল দুজনেই আসেন ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য। আপাতত ওই যুগলের ব্যবহৃত ঘরটা পুলিশের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উস্তিতে বিজেপির কার্যালয় থেকে পদ্মের নেতার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিখোঁজ থাকার পর বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল বিজেপি নেতার রক্তাক্ত দেহ। তিনি মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া সেলের মিডিয়া কনভেনারের দায়িত্বে ছিলেন। গত সোমবার রাত থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানিয়েছে পরিবার। পুলিশ শুক্রবার দলীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিহতের ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বালুরঘাট থেকে। তিনি জানান, নিহতের পরিবারের পাশে রয়েছে দল। সবরকম সাহায্য করা হবে তাঁদের। পরিবারের দাবি মেনে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত যাতে কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে করানো যায়, সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে, জানান সুকান্ত। তাঁর কথায়, "পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন। তাঁকে খুন করে দেহ পার্টি অফিসে রেখে যাওয়া হয়েছে। অথবা পার্টি অফিসের মধ্যেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। ওঁর ভাইয়ের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেছি। সঠিক তদন্ত চাইছি আমরা। দোষীদের গ্রেফতার করা হোক। খুনের নেপথ্যে তৃণমূলের হাত থাকতে পারে। পুলিশ কেন ফোনের লোকেশন

এরপর ৪ পাতায়

কর্মবিরতিতে নার্সিংহোমে ৫ ডাক্তারের ক্লেম ১.৮৮ কোটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভয়া কাণ্ডের বিচার চেয়ে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ রেখে বাম ও অতিবামের সমর্থনে কর্মবিরতির নামে আন্দোলন চালিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট। দফায় দফায় হুমকি-হুঁশিয়ারি দিয়ে উৎসবের সময়েও পুজো প্যান্ডেলে বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রতিবাদী ইমেজ ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন এই ফ্রন্টের ডাক্তাররা।এমন তথ্য সামনে আসার পর জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ বলছেন, বাম-অতিবামদের সুচারু পরিকল্পনাতেই। এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন মুনাফালোভী চিকিৎসকদের একাংশ। একদিকে তাঁরা অভয়ামঞ্চ তৈরি করে মানুষের নজর ঘুরিয়েছেন। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি ডেকে বিনামূল্যের চিকিৎসা থেকে আমজনতাকে বঞ্চিত করে নার্সিংহোম-বেসরকারি হাসপাতালে বাধ্য করেছেন রোগীকে আসতে। সেখানে চিকিৎসা করে কোটি কোটি টাকা পকেটে ভরেছেন।কিন্তু সরকারি তথ্য বলছে, কর্মবিরতিতে সরকারি হাসপাতালে অসহায় রোগীদের পাশে না থাকলেও বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ডিউটি করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন এই সব 'অতিবিপ্লবী' জুনিয়র ডাক্তাররা।স্বাস্থ্যভবনের তথ্য বলছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে রোগীদের চিকিৎসা থেকে এই জুনিয়ররা পেয়েছেন ৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। নবান্নের এক আধিকারিক শুক্রবার জানিয়েছেন,"৯ আগস্ট থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী বিমায় ৫৫ কোটি ছাড়াও স্টার হেলথ, ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের মতো বহু মেডিক্লেম সংস্থার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা কামিয়েছেন এই 'প্রতিবাদী' জুনিয়র ডাক্তাররা। তদন্ত করে দেখা গিয়েছে, যে সময় হাসপাতালে ডিউটি করার কথা সেই সময় কর্মবিরতি আন্দোলন চলায় মেডিক্যাল কলেজের গেটে বা মঞ্চে না থেকে নার্সিংহোমের অপারেশন টেবিলে কাজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে ভরে বাড়ি গিয়েছেন।" স্বাস্থ্যসাথীর ৫৫ কোটি জুনিয়র ডাক্তারদের পকেটে যাওয়ার তথ্য প্রকাশ্যে আসতে এদিন এক্স হ্যান্ডলে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে জানতে চেয়েছেন, “বিপ্লবীরা কিছু বলবেন?” স্বাস্থ্যভবনের প্রদেয় তথ্যে এমন কিছু জুনিয়র চিকিৎসকের আয়ের খতিয়ান সামনে এসছে। যাঁরা আগস্ট মাস থেকে আন্দোলনের নামে স্তব্ধ করে রেখেছিলেন সরকারি হাসপাতাল। এদিকে স্বাস্থ্যসাথীতে দিব্যি রোগী দেখেছেন বেসরকারি নার্সিংহোমে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করার উদ্দেশে, আমজনতাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে গেলে যে ডাক্তার রোগীকে দেখছেন তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্যান নম্বর, কোন হাসপাতালে তিনি পোস্টেড তার বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য ভবনের কাছে পাঠাতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হাসপাতালে আন্দোলন চালিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোমে রোজগারের তথ্য লুকানো যায়নি। স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, ৫৬৩ জন জুনিয়র ডাক্তারের 'কীর্তি' সামনে এসেছে। তার মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আয়ের ভিত্তিতে প্রথম পাঁচ জনের আয়ের নিরিখই চমকে দেওয়ার মতো।মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক সমুদ্র গুপ্ত যেমন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৫০৮৭৯। আন্দোলনের নামে যিনি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না করলেও দিব্যি রোগী দেখেছেন গ্রিনভিউ ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিংহোম, মণ্ডল নার্সিংহোম, নৈহাটি হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউট, নিউ মেডিক্যাল নার্সিংহোম, পরিজন নার্সিংহোম, সোনালি নার্সিংহোমে। ৯ আগস্ট থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে বেসরকারি নার্সিংহোমে ১২৪ জন রোগী দেখে স্বাস্থ্যসাথী থেকে রাজ্য সরকারের ১৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৯০ টাকা খরচ করিয়েছেন তিনি।তবে এই তালিকায় চিকিৎসক সমুদ্র গুপ্ত একা নেই, আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে মেডিক্যাল কলেজের ডা. নাসিম মণ্ডল, ডা. অভিষেক চক্রবর্তী, ডা. বিপুল রায়, ডা. কৃষ্ণেন্দু বেরার রোজগারের যে ছবি সামনে এসছে তাতে স্পষ্ট, সরকারিতে কর্মবিরতি ডেকে বেসরকারিতে কাঁড়ি কাঁড়ি আয় করেছেন অনেকেই।আন্দোলনের নামে সরকারিতে রোগী দেখেননি। অথচ স্বাস্থ্যসাথী বিমায় ডা. নাসিম মণ্ডল (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৫৪৩১) ৮২ জনের চিকিৎসা করেছেন চার্নক হাসপাতাল ড্যাফোডিল হাসপাতাল, সান মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের মতো একাধিক বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে তিনি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চিকিৎসা করেছেন। ডা. বিপুল রায় (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৬০৩৭) ৩৬টি স্বাস্থ্যসাথী ক্লেমে বেসরকারি হাসপাতালে ১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৩৭ টাকার চিকিৎসা করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক অভিষেক চক্রবর্তী (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৮৩৩৭), স্বাস্থ্য ভবনের তথ্য বলছে, বিগত কয়েকটা মাস 'জবাব চাই জবাব দাও'-এর আড়ালে তিনিও চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। বহরমপুর সিটি হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড, ডাক্তার পি কে সাহা হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেডে চুটিয়ে রোগী দেখেছেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসা করেছেন ৫৩ লক্ষ ২২ হাজার ৬০০ টাকা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩০২ সংখ্যা ১০ নভেম্বর, ২০২৪ রবিবার ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

গোপনীয়তা বজায় রেখে সমীক্ষা করার কৌশল নিয়েছে শাসকদল

আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির অর্থ বণ্টনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল গড়বেতা ১ ব্লকের একটি পঞ্চায়েতে। সেই ঘটনায় পঞ্চায়েতের স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে ৪ জন কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। গ্রেফতার হয়েছিল কয়েকজন। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। আবাস কেলেঙ্কারির এই ঘটনা সামনে আসতে শোরগোল পড়েছিল জেলায়।এ নিয়ে শাসককে বিঁধতেও ছাড়ছে না বিরোধীরা। বিজেপি ও সিপিএম উভয় দলের নেতারা বলছেন, নানা দিক দিয়ে চাপে পড়ে কৌশল বদল করেছে শাসকদল। চন্দ্রকোনা রোডের বাসিন্দা বিজেপির ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য গৌতম কৌড়ি বলেন, "আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির জন্যই তো কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে না। সেই দুর্নীতি আবার হবে। সে জন্যই গোপনীয়তা বজায় রেখে সমীক্ষা করার কৌশল নিয়েছে শাসকদল।" সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দিবাকর ভুঁইয়া বলেন, "আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে আর একটা দুর্নীতির প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে।" গড়বেতার তৃণমূল বিধায়ক উত্তরা সিংহ বলেন, "যাঁরা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে সেই বাম-রাম দুর্নীতির কথা বলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছতার সাথে কাজ করেন বলেই, আবাস নিয়ে আরও একবার সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তৃণমূল সরকার বলেই সম্ভব। মানুষ সব বোঝেন। উপনির্বাচনেই তার জবাব পেয়ে যাবে বাম-রাম।"তার পর থেকে আবাস যোজনার কাজ নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। এরই মধ্যে আরও একবার আবাস যোজনার কাজ নিয়ে তৎপরতা বাড়ছে ব্লকে - পঞ্চায়েতে। ফের যাতে কেলেঙ্কারির মুখে পড়তে না হয় সেজন্য এ বার আগেভাগেই সতর্ক গড়বেতা ১-সহ অন্যান্য

ব্লক প্রশাসন। আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির জন্য উপভোক্তাদের টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এ বার টাকা ছাড়ার আগে সতর্ক সরকার। আবাস নিয়ে দুর্নীতি বা কোন অভিযোগ যাতে না ওঠে সে জন্য শেষ পর্বে আরও একবার আবাস নিয়ে সমীক্ষা করছে সরকার। রাজ্যের অন্য জেলাতে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে অনেক জায়গায় গোলমাল হচ্ছে। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ায় নির্বাচনী বিধিতে আটকে আছে এই জেলায় আবাস সমীক্ষার কাজ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট মিটলেই শুরু হবে সেই কাজ। সেই সমীক্ষার কাজ নিয়ে অতিরিক্ত সাবধানী জেলা প্রশাসন। গোপনীয়তা বজায় রাখছে ব্লক ও পঞ্চায়েত প্রশাসন। মুখে কুলুপ শাসকদল তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের।গরিব মানুষের জন্য আবাস যোজনার বাড়ির অর্থ বরাদ্দে কেন্দ্র সরকার বাংলাকে বঞ্চনা করছে বলে অভিযোগ তুলে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল সুর চড়ায় মাঝে মধ্যেই। কেন্দ্রের সেই বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন বাংলায় গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্য সরকারই আবাস যোজনায় তালিকাভুক্তদের জন্য টাকা দেবে। ডিসেম্বর থেকেই না কি সেই টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। তার আগে শেষ মুহূর্তে হচ্ছে আর এক দফা সমীক্ষা। জানা গিয়েছে, প্রতি পঞ্চায়েতে আবাস নিয়ে এই সমীক্ষার কাজ করবেন ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরাই। ব্লকের 'লাইন ডিপার্টমেন্ট' এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও অফিসাররা এই সমীক্ষা করবেন। সে জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ করে অনেক ব্লক তালিকা তৈরিও করে ফেলেছে। তবে সেই সমীক্ষক দলে কে বা কারা আছেন, তাঁরা কবে কোন পঞ্চায়েতের কোথায় এই সমীক্ষার কাজ করবেন, তা এখনও অনেক ব্লকেই চূড়ান্ত হয়নি। এ নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা।গড়বেতার তিনটি ব্লকে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। একটি ব্লকের এক আধিকারিক বলেন, "আবাসের সমীক্ষা করতে যখনই নির্দেশ আসবে, তখনই যাতে কাজ শুরু করা যায়, সে জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে।" কারা থাকছেন এই সমীক্ষক দলে? ওই আধিকারিক বলেন, "সেটা এখনই বলা ঠিক হবে না।" গড়বেতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির এক কর্মাধ্যক্ষ বলেন, "আবাসের সমীক্ষা হবে, এটুকুই বলা হয়েছে প্রতি পঞ্চায়েতকে, এর বেশি কিছু বলা হচ্ছে না।" কেন? তৃণমূলের ওই কর্মাধ্যক্ষ বলেন, "উপর থেকেই বলতে বারণ করা আছে। তা ছাড়া আমাদের ব্লকে কয়েকবছর আগে আবাস যোজনার অর্থ বণ্টন নিয়ে কম কেলেঙ্কারি হয়েছিল! তাই বাড়তি সাবধানতা।" গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে অবশ্য বলছেন, "সমীক্ষার কাজ নিঁখুত ভাবেই করা হবে। তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন তো করা হবেই। তবে গোপন করার মতো কিছু নেই।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবাঙালিদের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ কালীপূজা বা দিওয়ালির দিনে। কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী পূজিতা হন দেবীপক্ষের শেষের এই পূর্ণিমাতে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চল রয়েছে। তবে রীতিতে ফারাক রয়েছে দুই বাংলার। পশ্চিমবঙ্গে পূজা হয় মূলত মাটির প্রতিমায়, কিন্তু বাংলাদেশে প্রধানত সরায় এঁকে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

সেই দেবীকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর শরণাপন্ন হলেন। যুধিষ্ঠিরের স্তবে তুষ্ট দেবী দুর্গা তাঁকে নির্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাসের বর দান করে অন্তর্হিতা হলেন। এদিকে মহাভারতের বনপর্বে আছে, সকল প্রকার দুর্গতি থেকে তিনি উদ্ধার করেন বলে তাঁর নাম দুর্গা। তিনি আসলে ভগবতী। বিরাটপর্বে তিনি নন্দগোপকূলজাতা ও যশোদাগর্ভসম্ভূতা। কিন্তু শল্যপর্বে দেবী দুর্গা শৈলপুত্রী, হিমালয়ের কন্যা। মহাভারতের অন্যত্র তিনি মহাদেবের পত্নী। অনুশাসনপর্বের উমামহেশ্বর-সংবাদে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে।তাই দেবী দুর্গার এই যে আরাধনা, তা শুধু সঙ্কটকালের জন্য করি। অজ্ঞাতবাসের কঠিন সময়ে যুধিষ্ঠির যেমন দুর্গার শরণ নিয়ে মুক্তি পেলেন, তেমনি আর এক কঠিন সময়ে অর্জুনকে আশ্রয় নিতে হল দেবীর। মহাভারত যাঁরা পড়েছেন বা দেখেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন যে ভীষ্মপর্বের শুরুতে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে চারপাশে স্বজন-বান্ধবদের দেখে যুদ্ধ করতে চাননি। তার পর শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ উপদেশ দেন অর্জুনকে। যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম হয় শ্রীমদ্ভগবৎগীতা নামক স্মৃতিপ্রস্থানের। তবে বর্তমান যুগে আমরা যতটুকু জানি দেবী দুর্গা সম্পর্কে সে কথাগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে তার অনুভূতি বা জ্ঞান লাভ করেছি। দেবী দুর্গার স্বামী মহাদেব, শিব। বনপর্বে আছে, শিবের বাসস্থান কৈলাস পর্বত। তাঁর সহস্রনাম। মজার কথা হলো, মহাভারতের অংশাবতরণ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, অশ্বত্থামা হলেন শিবের অবতার। শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে ব্যাসদেব অর্জুনকে বলছেন- তিনি মহোদর, মহাকায়, ত্রিশূলপাণি, পিনাকী, সহস্রাক্ষ প্রভৃতি। তাঁর অনেক পার্ষদ আছেন। তাঁরা জটিল মুণ্ড, বিকৃতানন, বিকৃতপাদ ও বিকৃতবেশ।দেবী দুর্গার চারজন পুত্রকন্যা। তাঁদের মধ্যে বড় গণেশ হলেন মহাভারতের লেখক। গণেশের জন্ম-উপাখ্যান বড়ই বিচিত্র। গণেশ ছিলেন শূদ্রদের দেবতা, এমন আখ্যান পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

একদিনে ৩০০ ইউক্রেনীয় সেনাকে হত্যার দাবি রাশিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৪ ঘণ্টায় তিন শতাধিক ইউক্রেনীয় সেনাকে হত্যার দাবি করেছে রাশিয়া। কুরস্ক অঞ্চলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ইউক্রেনের বেশকিছু যুদ্ধযানও ধ্বংস করার দাবিও করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ইউক্রেনের সেনাবাহিনী কুরস্ক সীমান্তে ৩০০'র বেশি সেনা সদস্যকে হারিয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইউক্রেন এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

আজ শনিবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এই সেনা মৃত্যুর পর কুরস্ক সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষের সময় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর প্রায় ৩০ হাজার ৮০০ সেনার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি ইউক্রেনের ১৮৯টি ট্যাংক, ১২৩টি পদাতিক যুদ্ধ যান, ১০৭টি সাঁজোয়া বাহন, ১,০৯৫টি সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, ৮৩৩টি মোটর যান এবং ২৬২টি আর্টিলারি অস্ত্রও ধ্বংস হয়েছে। এদিকে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের দুটি মনুষ্যবিহীন ড্রোন (ইউএভি) ধ্বংস করেছে রাশিয়ান বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আঞ্চলিক গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজ তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে শনিবার এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দায়িত্বে থাকা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের আকাশসীমায় দুটি ইউএভি (ড্রোন) আটকায় এবং ধ্বংস করে। তবে এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি জানান গভর্নর।

৩ পাতার পর

উস্তিতে বিজেপির কার্যালয় থেকে পদ্মের নেতার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

দেখে ওঁকে খুঁজে বার করতে পারল না? পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশকে সম্পূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ওই এলাকার পুলিশ অপদার্থ হয়ে রয়েছে। পার্টি নিহতের পরিবারের পাশে আছে। আর্থিক সাহায্যও করা হবে।''দেহটি পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার অন্তর্গত দ্বীপের মোড় এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম পৃথ্বীরাজ নস্কর। কয়েক বছর আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তার পর থেকে সক্রিয় ভাবে দলের কাজ করতেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পৃথ্বীরাজের কাছে সব সময় তিনটি ফোন থাকত। রবিবার তাঁর বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ছিল। বোনেদের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়েছিলেন তিনি। তার পর সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফেরেননি। তাঁর তিনটি ফোনেই বাড়ি থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ফোন বেজে যায়। পরিবারের অভিযোগ, ফোনটি কখনও চালু থাকছিল, কখনও তা বন্ধ করে রাখা হচ্ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।পৃথ্বীরাজের পরিবারের তরফে বৃহস্পতিবার উস্তি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে পরিবারের সদস্যেরা জানতে পারেন, দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে তাঁর দেহ পড়ে আছে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তালা ভেঙে উদ্ধার করা হয় দেহ। তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।কী কারণে এই হত্যা, কারা এর নেপথ্যে রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও কারণ আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। মৃতের দাদা বলেন, "আমি বাড়িতে ছিলাম না। রাতে স্ত্রী আমাকে ফোন করে খবর দেয়, আমার ভাইকে খুন করা হয়েছে। আমি কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই। কে বা কারা এই কাজ করেছে, আমার জানা নেই। যেখান থেকে ওর দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেটি দলীয় কার্যালয় হলেও খুব একটা ব্যবহৃত হত না। বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল ওই ঘরে। আমরা খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।"এই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের দিকে ইঙ্গিত করেছে তৃণমূল। এলাকার শাসকদলের যুবনেতা ইমরান হাসান বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের সময়ে ওদের হাতে প্রচুর টাকা এসেছিল। তার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা। বিজেপি খুনের রাজনীতি করে।" পাল্টা এই খুনের জন্য তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা অশোক পুরকাইত বলেন, "চক্রান্ত করে এই হত্যা। পৃথ্বীরাজ সক্রিয় বিজেপি কর্মী ছিলেন। এখানকার সংগঠনে তাঁর বড় ভুমিকা ছিল। প্রশাসনের উপর আমাদের কোনও ভরসা নেই। বিজেপি করার অপরাধেই এই খুন।" দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি।

সিনেমার খবর

ভক্তের যে স্বপ্ন পূরণ করলেন বলিউড কিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক-দুই দিন নয়, টানা ৯৫ দিন বলিউড কিং শাহরুখের সঙ্গে দেখা করবেন বলে মুম্বাইয়ে 'মান্নাত' এর সামনে অপেক্ষা করছিলেন ঝাড়খণ্ডের এক যুবক। আশা, একবার প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। অনেকেই ভেবেছিলেন, শাহরুখের বাসার বাইরে অপেক্ষা করা সেই ভক্তের আশা আর বুঝি পূরণ হবে না।

কিন্তু সেই অনুরাগীর স্বপ্নপূরণ করলেন শাহরুখ। তার সঙ্গে দেখা তো করলেনই, পাশাপাশি একসঙ্গে ছবিও তুলেছেন অভিনেতা। সেই ছবি ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। সূত্রের খবর, ওই অনুরাগী ঝাড়খণ্ডে নিজের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সোজা পাড়ি জমান শাহরুখের বাসার নিচে। তারপর শুরু হয় অপেক্ষার পালা। টানা ৯৫ দিন অবস্থান করেন সেখানে।

যদিও সামাজিক মাধ্যমে এ ঘটনার বহু ভিডিও ও ছবি প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে সেই অনুরাগী কতটা অক্লান্ত পরিশ্রমে চেষ্টা করেছেন শাহরুখকে দেখার জন্য। হাতে একটা পোস্টার নিয়ে একেকটা দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। গত ২ নভেম্বর ছিল শাহরুখের জন্মদিন। এরপর একাধিক সংবাদমাধ্যমে ওই ব্যক্তির খবর ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই নড়েচড়ে বসে শাহরুখের টিম।

অনুরাগীদের অনুরোধ রাখতে সব সময়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন শাহরুখ। এবারও খবর পেয়ে চুপ থাকেনন বলিউড বাদশাহ। মান্নাতের বাইরে অপেক্ষা করা সেই ভক্তকে ভেতরে ডেকে নেন কিং খান। তার সঙ্গে ছবিও তোলেন। সেই ছবি দেখেই শাহরুখের প্রশংসা করেছেন তার ভক্তরা। তাদের একাংশের দাবি, শাহরুখ কখনওই তার অনুরাগীদের কষ্ট দিতে চান না। ঝাড়খণ্ডের অনুরাগীর সঙ্গে দেখা করে আরও একবার সেই বার্তাই দিলেন নায়ক।

বাস্তবেও কি 'অ্যানিম্যাল'-এর মতোই সম্পর্ক রণবীর-তৃপ্তির?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করে ঝড় তুলেছিলেন তৃপ্তি ডিমরি। তার আগে একাধিক ছবিতে কাজ করলেও এই ছবিই রাতারাতি জনপ্রিয়তা এনে দেয় অভিনেত্রীকে। রণবীরের সঙ্গে শয্যাদৃশ্যের জন্য বিতর্কেও পড়তে হয় তৃপ্তিকে। সেই বিতর্ক ফের একবার উস্কে দিলেন সুনীল গ্রোভার।

'ভুল ভুলাইয়া' ছবির প্রচারে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা শো'-তে হাজির হয়েছিলেন তৃপ্তি। তখনই রসিকতা করতে গিয়ে নাকি তৃপ্তিকে নিয়ে একটি বেফাঁস মন্তব্য করেন সুনীল। কৌতুকশিল্পী তৃপ্তিকে প্রশ্ন করেন, "আপনিই 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন?" উত্তরে তৃপ্তি বলেন, "হ্যা, আমিই ছিলাম সেই ছবিতে।"

এই শুনেই বিতর্কিত মন্তব্যটি করে বসেন সুনীল। তিনি ফের প্রশ্ন করেন, 'রণবীর কাপুরের সঙ্গে আপনি যেটা করলেন, আশা করছি সেটা শুধুই শুটিং ছিল। বাস্তবেও এমন কিছু ঘটেনি তো?'

তৃপ্তি হেসে উড়িয়ে দেন ঠিকই। তবে এই প্রশ্ন করায় ট্রোলড হচ্ছেন সুনীল।

এই অংশের ভিডিয়ো দেখে তৃপ্তির অনুরাগীদের দাবি, 'এই প্রশ্ন তৃপ্তিকে যথেষ্ট অপ্রস্তুত করেছে।' তবে সুনীল গ্রোভারের অনুরাগীদের দাবি, স্রেফ মজার ছলেই নাকি এই মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে অধিকাংশ নেটাগরিকের বক্তব্য, এমন ভাবে কাউকে অপ্রস্তুত করা উচিত নয়।

'অ্যানিম্যাল' ছবিতে রণবীর অভিনীত চরিত্রের স্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন রশ্মিকা মান্দানা। তৃপ্তি অভিনীত চরিত্র জোয়ার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় রণবীর অভিনীত চরিত্রটি। সেই সম্পর্কের ভিত অবশ্য শুধুই শরীর নির্ভর। এর জন্য নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করতে হয় তৃপ্তিকে। একই সমীকরণ বাস্তবেও রয়েছে কি না, এই প্রশ্ন শুনে তাই থতমত খেয়ে যান এই অভিনেত্রী।

ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনে বাড়ল বিচ্ছেদের জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার ১৭ বছরের বিয়ে ভাঙা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা! বচ্চন পুত্রবধূর জন্মদিনে পরিবারের পক্ষে কেউ শুভেচ্ছা না জানানোয় এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। প্রকাশ্যে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কেউই মুখ খোলেননি। গত ১ নভেম্বর ধুমধাম করেই জন্মদিন পালন করেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই। এ বছর ৫১-তে পা দিয়েছেন তিনি। সাধারণত তার পার্টিতে উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকে মেয়ে আরাধ্যার।

এতদিন পর্যন্ত বিশেষ এই দিনটিতে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হওয়ায় ভক্তদের মনেও বেশ কিছু প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করেছে। তবে গত অক্টোবরে 'বিগ বি'-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে নাতনির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী। পুত্রবধূর জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা না জানালেও সমাজমাধ্যমে ভক্তদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি বলিউডের 'শাহেনশা'। আশ্চর্যজনকভাবে স্ত্রীর জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কোনো পোস্ট করেননি অভিষেকও। ফলে সম্পর্কের ফাটল সংক্রান্ত সন্দেহ জোরালো হয়েছে সিনেপ্রেমীদের মনে। এ ছাড়া ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনে সমাজমাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানাননি অমিতাভ কন্যা শ্বেতা এবং তার মেয়ে নন্দাও।

ভক্তদের একাংশের দাবি, তারকা দম্পতির সম্পর্কের কিছুই শেষ হয়ে যায়নি। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখতে চাইছেন তারা। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ অধিকাংশ নেটাগরিক।

আবারও বিতর্কে রাজপাল যাদব

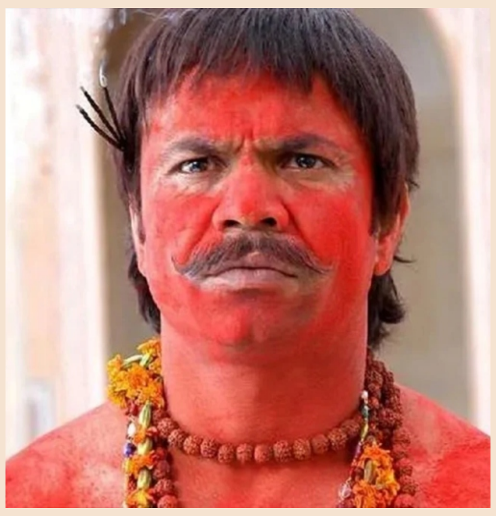

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজপাল যাদব। সিরিয়াস অভিনয় থেকে শুরু করে, কমেডি প্রতিটা জনরাতেই যিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। তবে অভিনয়ে জাত অভিনেতা হলেও নিজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বারবার জড়ান বিতর্কে। একবার এক অভিনেত্রীর শরীরে বাজে স্পর্শ করে এসেছিলেন আলোচনায় এবার এক সাংবাদিককে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল এক সাংবাদিককে তার হেনস্তা করার ভিডিও।

দীপাবলির কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে রাজপাল যাদব অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাতে বাজি না পোড়ানো হয়। কারণ বাজির তাণ্ডবে শব্দদূষণের পাশাপাশি বায়ুদূষণ হয়। কৌতুকাভিনেতার এই পোস্ট দেখার পরেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় ট্রলিং। রাজপালের করা নানা আমিষ পদের একটি পুরোনো বিজ্ঞাপনের উদাহরণ টেনে কটাক্ষ করে নেটিজেনরা। পরে পোস্টটি ডিলিট করে ক্ষমা চান রাজপাল এরপর সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দে মেতে উঠতে বলেন তিনি।

সম্প্রীতি এক সাংবাদিক রাজপালকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই আচমকা ক্ষেপে ওঠেন তিনি। এরপর সাংবাদিকের হাত থেকে তার ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এদিকে গোটা ঘটনাটি ততক্ষণে ফোনে রেকর্ড করে ফেলেছেন ওই সাংবাদিক। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত মুখ খুলতে দেখা যায়নি, রাজপাল যাদবকে।

প্রসঙ্গত, এর আগে টলিপাড়ার জনপ্রিয় মুখ মেঘনা হালদারও শারীরিক হেনস্তা অভিযোগ এনেছিলেন এই জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতার বিরুদ্ধে। অভিনেত্রী জানান, রাজপাল যাদব মেঘনার স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়েছেন।। এ ঘটনায় সপাটে মেরেছিলেন রাজপালের গালে। মেঘনার কথায়, 'অভিনেতা দাবি করেন, রসিকতা করেই নাকি স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি রসিকতা করে এমন করে কেউ।'

মিঠুন চক্রবর্তীর প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী হেলেনার মৃত্যু

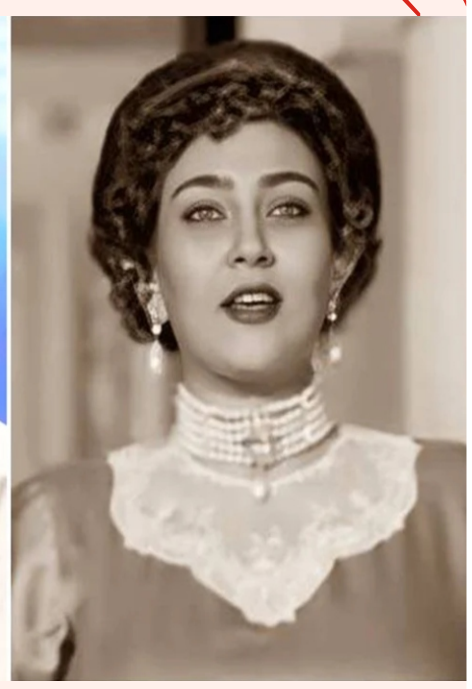

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউড অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী হেলেনা লিউক মারা গেছেন। রবিবার (৩ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন তাঁর বান্ধবী, নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী কল্পনা আইয়ার। তাঁর সঙ্গে মিঠুনের বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র চার মাসের। ১৯৮৫ সালে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা 'মর্দ'-এ অভিনয় করেছিলেন হেলেনা।

যদিও হেলেনা লিউকের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো অজানা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া শেষ পোস্টে হেলেনা লিউক লিখেছেন, 'আজব লাগছে। মিশ্র অনুভূতি এবং ঠিক জানি না কেন, বিভ্রান্ত লাগছে।'

এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে মিঠুনের সঙ্গে চার মাসের বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন হেলেনা। স্টারডাস্ট ম্যাগাজিনকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার শুধু মনে হয়, এমনটা যদি না হতো! তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আমার ব্রেনওয়াশ করেছিলেন যে তিনি আমার জন্য আদর্শ মানুষ। আর দুর্ভাগ্যের কথা, তিনি সেটা আমাকে বোঝাতে সক্ষমও হন।'

মাঝে একবার হেলেনার সঙ্গে মিঠুনের পুনরায় সংসারের গুজব রটেছিল। তখন তিনি বলেন, 'আমি তাঁর কাছে কখনো ফিরে যাব না, যদি তিনি আশপাশের সবচেয়ে ধনী মানুষ হন তা-ও। আমি খোরপোশও চাইনি। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল, আর তা শেষ হয়ে গিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, এর আগে মিঠুনের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল মমতা শঙ্করের সঙ্গে। তবে নানা কারণে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। এরপর চন্দ্রদয় ঘোষকে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিয়ে করেন মমতা শঙ্কর।

আর তার এক বছর পর মিঠুন আর হেলেনের বিয়ে। ১৯৭৯ সালে বিয়ে আর ডিভোর্স দুটিই। এরপর ১৯৭৯ সালে মিঠুন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন যোগিতা বালিকে।

টেস্টের শেষে

রোহিত-কোহলিরা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হজম হচ্ছে না ভারতীয়দের। কিউইদের বিপক্ষে এর আগে নিজেদের মাঠে কখনোই যেখানে সিরিজ হারেনি, ম্যাচ হেরেছে স্রেফ দুটি। সেখানে এবার টানা তিন টেস্ট হার যেন বজ্রপাতের মতন। এমন হারে ব্যাটিং ব্যর্থতাই সবচেয়ে বড় কারণ। আর তাতে প্রশ্নের মুখে পড়ছেন দুই সিনিয়র বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

গতপরশু মুম্বাই টেস্টে রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে ভারত হারে ২৫ রানে। ১৪৭ রান তাড়া করতে গিয়েই ব্যাটিং ধসে পড়ে স্বাগতিকরা। স্পিনের বিপক্ষে দেখা যায় নাজুক অবস্থা। ভারতের বেহাল অবস্থার দায় বড় দুই ব্যাটার রোহিত-কোহলিরই বেশি। পুরো সিরিজে ৬ ইনিংস মিলিয়ে কোহলি করতে পারেন মাত্র ৮৯ রান। এরমধ্যে ব্যাঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টে করেছিলেন ৭০ রান। ৪ ইনিংসে তিনি আউট হন এক অঙ্কের ঘরে। রোহিত ৬ ইনিংসে করেন ৯১ রান। তিনিও প্রথম টেস্টে ৫২ রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন, আর কোন ইনিংসে ২০ রানের গ-ণ্ডি পার হননি। এই দুজনের রান খরা মৌসুম জুড়েই চলছে। ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে আরেকটু পেছনে গিয়ে দুজনের খতিয়ান নিয়ে দিয়েছেন পোস্ট, 'কোহলি ১০ ইনিংসে ১৯২ রান, রোহিত ১৩৩। বড় এই দুজনের জন্য ভুলে যাওয়ার মতন ঘরের মৌসুম।'

এই দুই তারকার অনুশীলন ঘাটতি নিয়েও আলোচনা চলছে। ভারতীয় এক গণমাধ্যম জানিয়েছে লম্বা সময় পর টেস্ট খেলতে নামায় বাংলাদেশ সিরিজের আগে তাদের দুলীপ ট্রফি খেলতে বলা হয়েছিল। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার সে অনুরোধ করেছিলেন। সেপ্টেম্বরে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণীর আসরে খেলতে নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে পারেননি তারা। সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক সুনিল গাভাস্কার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন এই দুজনের আরও প্রস্তুতির দরকার ছিলো, 'তাদের আরো কিছু অনুশীলন দরকার ছিলো অবশ্যই। লম্বা বিরতি দিয়ে খেলতে নেমেছে। আমি জানি আমরা বাংলাদেশকে হারিয়েছি। তখন ভাবনা আসতে পারে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কাজটা সহজ। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের অনেক ভালো দল, তাদের খেলোয়াড়রা ভারতে নিয়মিত খেলে, এটা মাথায় রাখা উচিত ছিলো।'

ভারতের পরের সিরিজ আরও কঠিন। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন রোহিত শর্মারা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করতে হলে প্যাট কামিন্সদের ডেরায় জিততে হবে ৪-০ ব্যবধানে। যা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। গত ২৫ অক্টোবর নিউজিল্যান্ড সিরিজ চলার সময়ই সিরিজটির স্কোয়াড ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যথারীতি সেই সিরিজেও নেতৃত্ব দেবেন রোহিত। আছেন কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাও। অশ্বিনের বয়স ৩৮ পেরিয়েছে, রোহিতের পেরিয়েছে ৩৭। আজ কোহলি ৩৬তম জন্মদিনের কেক কাটবেন। ডিসেম্বরে জাদেজারও ৩৬ পূর্ণ হবে। খুব সম্ভবত এটাই ৪ সিনিয়র ক্রিকেটারের একসঙ্গে শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে যাচ্ছে।

সাবেক কোচের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ব্রুনো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত হয়েছেন এরিক টেন হাগ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডাচ কোচের এমন ছাঁটাইয়ের বিষয়টিতে কষ্ট পেয়েছেন দলের অধিনায়ক ব্রুনো ফের্নান্দেস। ঠিক কী কারণে ক্ষমা চেয়েছেন সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। টেনহাগের বরখাস্তের পর প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচে ম্যানইউ মুখোমুখি হয় চেলসির। সেখান থেকে ১-১ ড্র নিয়ে তারা মাঠ ছেড়েছে। তার পরই ব্রুনো জানান, টেন হাগের সঙ্গে তার কথোপকথের কথা। স্কাই স্পোর্টসকে ম্যান ইউ অধিনায়ক বলেছেন, 'যখন কোচকে চলে যেতে হয়, তখন কিন্তু কিছু দায় নিজের কাঁধেও নিতে জানতে হয়। কারণ দল ভালো করছে না।'

পর্তুগিজ তারকা ব্রুনোর মতে, ব্যর্থতার জন্য ১৫ জন খেলোয়াড়ের চেয়ে কোচকে ছাঁটাই করা সহজ, '১৫জন খেলোয়াড় সরানোর চেয়ে কোচকে সরিয়ে দেওয়া সহজ। আমি টেন হাগের সঙ্গে কথা বলেছি, তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আমি খুব হতাশ হয়েছি তাকে এভাবে চলে যেতে হয়েছে দেখে। চেষ্টা করেছি তাকে সাহায্য করতে। আমিও গোল পাচ্ছিলাম না। দলও স্কোর করতে পারছিল না। তাই নিজেকে দায়ী মনে করছিলাম।'

দামি ক্রিকেটারকেই রাখল না কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সবশেষ আইপিএলের নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা খরচ করে মিচেল স্টার্ককে দলে ভিড়িয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার অজি এই তারকা পেসার। তবে এবার আসন্ন আসরের জন্য ধরে রাখেনি কলকাতা কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নিয়ম অনুযায়ী, নিলামের আগে ৬ জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সে হিসেবে কেকেআরও রিটেইন করা ছ'জনের তালিকায় প্রকাশ করেছে। যেখানে জায়গা হয়নি স্টার্কের।

গত আইপিএলে প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচে প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি স্টার্ক। ক্রিকেটপ্রেমীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। পরের দিকে কয়েকটি ম্যাচে কলকাতার জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনালে। তবুও তার জায়গা হয়নি কেকেআরের তালিকায়। কেকেআরের তালিকায় না থাকার বিষয়টি স্টার্ক শুনেছেন সংবাদমাধ্যম থেকে। এক সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার বলছেন, 'কেকেআর কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছু জানায়নি। আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।'

অবশ্য না রাখার বিষয়টি তাকে কেকেআর কর্তৃপক্ষের না জানানো নিয়ে স্টার্ক বিস্মিত নন। কিছুটা আক্ষেপের সুরেই বললেন, 'ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এ রকমই। কী করা যাবে? সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্যাট কামিন্স আর ট্র্যাভিস হেড ছাড়া সবাইকেই নিলামে যেতে হবে।'

মিচেল মার্শ, ডেভিড ওয়ার্নার ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন স্টার্ক। যাদের ধরে রাখেনি আইপিএলের সংশ্লিষ্ট দলগুলো।

২০২৩ আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ১৭ উইকেট নেওয়া স্টার্ককে এ বার নিলামের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্টার্ক নিজের নাম নিলামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করালে, আগামী আইপিএলে খেলার সুযোগ পেতে পারেন। কেকেআর আবার তাকে নিলাম থেকে কিনতে পারে।

আইপিএলের মেগা নিলাম কবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের নিলাম নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ নেই। আগেই গুঞ্জন ছিল, এবারের মেগা নিলাম হবে সৌদি আরবের রিয়াদে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে সেই খবরের সত্যতা মিলেছে। সেই সঙ্গে আইপিএলের নিলামের সম্ভাব্য দিনও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে নিলাম শুরুর সময়কে কেন্দ্র করে।

এরইমাঝে প্রতিটি দল নিজেদের পরিকল্পনা মতো দুই থেকে ছ'জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দলে সর্বোচ্চ ২৫ জন ক্রিকেটার থাকতে পারেন। আইপিএলের ১০টি দল মিলিয়ে ৪৬ জন ক্রিকেটারকে আগামী তিন মৌসুমের জন্য রেখে দিয়েছে। নিলামে সব মিলিয়ে আরও ২০৪ জন ক্রিকেটার দল পেতে পারেন। তার মধ্যে ৭০ জন বিদেশি ক্রিকেটার থাকতে পারেন। আগামী তিন বছরের জন্য কারা কেমন দল তৈরি করবে, এখন তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটেপ্রেমীদের।

বিসিসিআই সূত্রে খবর, আগামী ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর দু'দিন ধরে হবে আইপিএলের নিলাম। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদেই নিলামের আয়োজন করা হচ্ছে। বোর্ডের সূত্রে ভারতের একাধিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে ২৪ ও ২৫ নভেম্বরের কথা। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে খানিক অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

এদিকে ২২ নভেম্বর থেকে পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম টেস্ট। আইপিএল নিলামের জন্য নির্ধারিত দিনে ভারতের প্রথম টেস্টের তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন। মূল সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। বোর্ডার-গাভাস্কর ট্রফি ও আইপিএলের নিলাম সম্প্রচারকারী চ্যানেল একই। তাই কোন সময় নিলাম শুরু করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ এবং সৌদি আরবের রিয়াদের সময়ের পার্থক্য ৫ ঘণ্টা। বিসিসিআই কর্তাদের সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্টের সংশ্লিষ্ট দু'দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর নিলাম শুরু করতে হবে। আবার গভীর রাত পর্যন্ত নিলাম চালানোর পক্ষে নয় একাধিক দল। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের দাবি মেনে, বিকেল নাগাদ হতে পারে নিলামের আয়োজন। বোর্ড কর্তারা রিয়াদে গিয়ে নিলামের সম্ভাব্য জায়গা দেখে এসেছেন আগেই। সোমবার বোর্ডের আরও একটি প্রতিনিধি দল সৌদি আরবে গিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো। এই সফরেই সব কিছু চূড়ান্ত করা হবে। প্রাথমিকভাবে রিয়াদ ছাড়াও জেদ্দা, সিঙ্গাপুর, দুবাই এমনকি ভিয়েনাও ছিল বিসিসিআই কর্তাদের তালিকায়। তবে শেষ পর্যন্ত রিয়াদেই হতে যাচ্ছে আইপিএলের এবারের মেগা নিলাম।

নভেম্বরে মাঠে নামছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চলতি মাসের মাঝামাঝিতে মাঠে নামবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ভিন্ন দলের বিপক্ষে দুটি করে ম্যাচ খেলবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দু'দল। আগামী ১৫ নভেম্বর প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে ম্যাচটি। ২০ নভেম্বর লিওনেল মেসিদের ম্যাচে প্রতিপক্ষ পেরু। ভোর ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। প্যারাগুয়ে ও পেরুর বিপক্ষে মুখোমুখি দেখায় এগিয়ে আর্জেন্টিনা। সবশেষ ছয় দেখায় আলবিসেলেস্তেরা জিতেছে দুটিতে। তিনটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। একটি প্যারাগুয়ের পক্ষে গেছে। আর পেরুর বিপক্ষে ১৪ ম্যাচের ১০টিতেই জয় আর্জেন্টিনার। বাকি ৪টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। আর্জেন্টিনার ম্যাচের একদিন আগে (১৪ নভেম্বর) ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। তাদের পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে। ২০ নভেম্বর মাঠে গড়াবে ম্যাচটি। প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায়। পরেরটি ভোর পৌনে ৭টায়। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের গ্রুপে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। দলটির পয়েন্ট ২২। ১০ ম্যাচে ৭ জয়, দুটি হার ও এক ড্র তাদের। ব্রাজিলের অবস্থান চতুর্থতে। দলের পয়েন্ট ১৬ । ১০ ম্যাচে পাঁচটি জয়, চার ম্যাচ হার ও এক ড্রয় তাদের।

নেইমার ছিটকে গেলেন আবারও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় এক বছর পর চোট কাটিয়ে ফেরার দ্বিতীয় ম্যাচে আবারও চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন আল-হিলালের ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়র।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইস্তাগলালের বিপক্ষে সোমবার পায়ের পেশীতে চোট পান এই ফরোয়ার্ড। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জেতে আল-হিলাল।

ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন নেইমার। কিন্তু পুরোটা সময় খেলতে পারেননি। ২০ মিনিটের মাথায় সতীর্থ মার্কাস লিওনার্দোর একটি পাস নাগালে পাননি নেইমার। তখনই পেশীতে টান লাগে তার। সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে কাতরাতে থাকেন। এসময় তিনি ডাগআউটে সংকেত পাঠান তাকে তুলে নেওয়ার জন্য।

তার এই চোট কতটা গুরুতর তা হয়ত জানা জাবে ক্লাবের বিবৃতির পর। তবে মনে হচ্ছে এবারের চোট অতটা গুরুতর নয়। চ্যাম্পিয়নস লিগে আল-হিলালের পরের ম্যাচ আগামী ২৬ নভেম্বর। এই সময়ের মধ্যেই নেইমারের সুস্থ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

চোটজর্জর ক্যারিয়ারে গত বছর ১৮ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। এসিএল চোটের পাশাপাশি হাঁটুর মিনিসকাসেও আঘাত পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর শুরু হয় তাঁর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। ঠিক ৩৬৯ দিন পর আবার মাঠে দেখা যায় তাকে।

ব্রাজিলের হয়ে ১২৮ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৭৯ গোল করা নেইমার গত বছরের অগাস্টে সউদী ক্লাবটিতে যোগ দেন। ক্লাবটির হয়ে খেলতে পারেন কেবল ৫ ম্যাচ। এরপর চোটে ছিটকে পড়েন।

এখনও তাকে সউদী প্রো লিগে নিবন্ধন করাতে পারেনি আল-হিলাল। তাই এখনই লিগ ম্যাচে দেখা যাবে না নেইমারকে। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগে নিবন্ধন করানোয় সেখানে খেলতে বাধা নেই।

মেসিকে নিয়ে

বড় পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

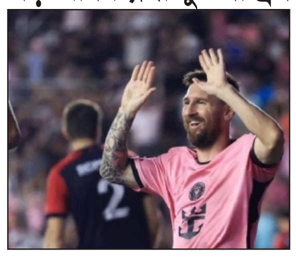

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন মুলুকে ফুটবলের অবস্থায় বদলে দিয়েছেন লিওনেল মেসি।আর্জেন্টাইন সুপারস্টার ইন্টার মিয়ামিতে পাড়ি জমানোর পর থেকে বদলে যাচ্ছে মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। মার্কিন লিগে বাড়ছে দর্শক সংখ্যা। লিগের অর্থনীতির ওপরও বড় প্রভাব ফেলেছে মেসির উপস্থিতি।

এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়াবিদ মেসি। পেলের সৌজন্যে বিশ্বজুড়ে পরিচিত পেলেও সাম্প্রতিককালে আর্জেন্টাইন মহাতারকার উপস্থিতি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে এমএলএসকে। লিগ কর্তৃপক্ষের আয় বেড়েছে আগের চেয়েও চার গুণ। বেড়েছে বিজ্ঞাপনও।

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয়তায় সেরা পাঁচে নেই সকার অর্থাৎ ফুটবল। দেশটিতে খেলাটির অবস্থান সাত নম্বরে। আশার কথা হচ্ছে, খুব শিগগিরই ফুটবল ছয়ে উঠে আসতে পারে ফুটবল। সেটির অন্যতম কারণ এমএলএস। মার্কিন লিগে দর্শক সংখ্যা বেড়েই চলছে। সেটি মাঠে এবং টিভি পর্দায় দুই দিকেই।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসএসআরএস (এসকিউএল সার্ভার রিপোর্টিং সার্ভিস) সাম্প্রতিককালে দেশটিতে মেসির জনপ্রিয়তা ও এমএলএস নিয়ে এসব তথ্য দিয়েছে। এই মৌসুমে লিগের আয় হয়েছে দুশো মিলিয়ন ডলার। যা গত মৌসুমে ছিল স্রেফ ৫০ মিলিয়ন ডলার।

এমএলএস প্রশাসনের আশা, চলতি মৌসুমে আয় তিন শ' ডলার ছাড়িয়ে যাবে। মেসিকে দলে টেনে বাজিমাত হয়েছে ইন্টার মিয়ামিরও। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, এখন পর্যন্ত কেবল মেসির জার্সি বিক্রি করে দুশো মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ক্লাবটি।

এমএলএসকে বলা হয়ে থাকে 'বুড়োদের লিগ'। এই লিগে খেলেছেন ডেভিড বেকহ্যাম, জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ, ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, রাউল গঞ্জালেস, ডেভিড ভিলার মতো সুপারস্টাররা। কিন্তু তাদের উপস্থিতি খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি এমএলএসে। মেসি আসার পর পুরো ছবিটাই পাল্টে গেছে।

এই ফুটবল গ্রেট কেবল শুধুই একজন খেলোয়াড় নয়, এমএলএস কর্তৃপক্ষ আর্জেন্টিনা অধিনায়ককে সম্পত্তিও মনে করছে। সামনের বিশ্বকাপে মেসির নামকে ব্র্যান্ড হিসেবে কাজে লাগানোর মেগা পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল প্রশাসন। আর দেড় বছর পর অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ।

বৈশ্বিক ওই আয়োজনে প্রথমবারের মতো অংশ নেবে ৪৮ দল। প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাগতিক হিসেবে থাকছে মেক্সিকো ও কানাডা। তবে আয়োজক তিন দেশ হলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশির ভাগ ম্যাচই পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ বিশ্বকাপের মূল কর্তৃত্ব থাকছে মার্কিনিদের হাতেই।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR